● ১৫.৬.১. ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks in India)

▲ ১৫.৬.১.১. ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গঠন (Structure of Commercial Banking System in India) ঃ *যে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ঐ আমানত আমানতকারী চাহিবা মাত্র চেক, ড্রাফট বা অন্য উপায়ে ফেরত দিতে পারে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলে।*

স্বাধীনতার সময় ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কাঠামো মোটেই উন্নত ছিল না। ভারতীয় ব্যাঙ্কের কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে 1949 সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 1949 সালে ভারতে ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইন (Banking Regulation Act) পাস হয়। এই আইনের মাধ্যমে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় 1949 সালেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। এই দুটি বিষয়ই ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়।

ভারতের যে সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুসারে ভারতে সংগঠিত হয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের বলা হয় **ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক (Indian Joint Stock Banks)**। ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কগুলি দুই প্রকারের। একটি হল তপশিলিভুক্ত (Scheduled) এবং অপরটি হল তপশিলি বহির্ভূত (Non Scheduled)। অনুমোদিত ব্যাঙ্কসমূহের একটি তালিকা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রক্ষা করে। এই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকেই বলা হয় **তপশিলি ব্যাঙ্ক**। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কই হল তপশিলি ব্যাঙ্ক। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত নয় এমন ব্যাঙ্কগুলিই হল **তপশিলি বহির্ভূত ব্যাঙ্ক**। বর্তমান ভারতে তপশিলি বহির্ভূত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অর্থাৎ বর্তমান ভারতের বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হল তপশিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক।

ভারতের তপশিলিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহ (Public Sector Banks)

Scanned with CamScanner

(২) বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহ (Private Sector Banks)

(৩) ভারতে বিদেশি ব্যাঙ্কসমূহ (Foreign Banks in India)

(৪) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কসমূহ (Regional Rural Banks)

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তপশিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী সাতটি ব্যাঙ্ক এবং অপরটি হল রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Nationalised Commercial Bank)। 1955 সালে ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (Imperial Bank of India) জাতীয়করণ করে **ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India)** নামে প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি পায়। 1959 সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (সহযোগী ব্যাঙ্ক) আইনের মাধ্যমে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী (State Bank of India Group) গঠিত হয়। এই স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় **স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দ্রাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির ও জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্দোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মহীশূর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর।**

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে 1969 সালের জুলাই মাসে 14টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তীকালে 1980 সালের জুলাই মাসে আরও 6টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে ঐ সময় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 20। পরবর্তীকালে 1993 সালে রাষ্ট্রায়ত্ত নিউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সংযুক্তি ঘটে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এর ফলে 1993 সালের পর থেকে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 19টি। এর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীকে ধরলে এই সংখ্যা হয় 27টি। বর্তমানে কিন্তু স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীগুলির সংযুক্তির কাজ শুরু হয়েছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হল পুরানো বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহ এবং অপরটি হল নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্কসমূহ।

❖ ১৫.৬.১.১.১. ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব (Importance of Commercial Banks in India) ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্বগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য (Help to Increase Savings) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখে বলে জনসাধারণের সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ে। শুধু তাই নয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থের উপর সুদ পাওয়া যায় বলেও জনসাধারণের সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়ে। অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে।

(২) বিনিয়োগ ও মূলধন সৃষ্টিতে সাহায্য (Help to Create Investment and Capital) ঃ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক একদিকে যেমন সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে অপরদিকে তেমনি সেই সঞ্চয় যাতে বিনিয়োগ হয় তার ব্যবস্থাও করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মূলত স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয় এবং উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। এই ঋণের সাহায্যে বিনিয়োগ বাড়ার ফলে দেশে মূলধন গঠন হয়। অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বিনিয়োগ ও মূলধন সৃষ্টিতে সাহায্য করে থাকে।

(৩) লেনদেনের কাজে সাহায্য (Help to Transaction) ঃ ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা চেকের মাধ্যমে অর্থ ছাড়াই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিচালিত নিকাশঘর (Clearing House)-এর মাধ্যমে লেনদেন কাজ করে থাকে। এর ফলে লেনদেন কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কম হয়।

(৪) কৃষি উন্নয়নে সাহায্য (Help to Agricultural Development) ঃ ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে অপরদিকে তেমনি সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ হয় ঋণের পরিমাণ বাড়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে কৃষি ঋণের যোগান বাড়িয়ে।

(৫) শিল্প উন্নয়নে সাহায্য (Help to Industrial Development) ঃ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মূলত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ঋণের প্রয়োজন মেটায় এবং শিল্প ব্যাঙ্ক বা উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন মেটায়। অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে শিল্পঋণ যোগানের মাধ্যমে।

(৬) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সাহায্য (Help to Import-Export Trade) ঃ ভারতের বাণিজ্যিক

Scanned with CamScanner

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আমদানি ও রপ্তানিকারীদের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজে সাহায্য করে। এর ফলে আমদানি রপ্তানি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেনের কাজ সহজ হয়।

(৭) **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে সাহায্য (Help Through Other Functions of Commercial Banks) ঃ** ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রধান কাজগুলি ছাড়াও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। যেমন গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে, ভারত সরকারের আর্থিক নীতিকে বাস্তবে রূপদান করে।

(৮) **ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যান্য কাজের মাধ্যমে সাহায্য (Help Through Other Functions of Reserve Bank of India) ঃ** দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন করে, অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ করে এবং দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, উন্নয়নে সাহায্য করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণেই অধ্যাপক **ওয়াল্টার লীফ্** (Prof. Walter Leaf) মন্তব্য করেছেন যে, **ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী হল শিল্প অর্থব্যবস্থায় সর্বশক্তিমান ব্যক্তি।**

▲ **১৫.৬.১.২. ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Nationalisation of Commercial Banks in India) ঃ** ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা শুরু হয় 1955 সালে ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। 1959 সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের সহযোগী ব্যাঙ্ক হিসাবে 7টি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী গঠন করা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় 1969 সালের জুলাই মাসে 14টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে 1980 সালের জুলাই মাসে আরও 6টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে ঐ সময় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 20। পরবর্তীকালে 1993 সালে রাষ্ট্রায়ত্ত নিউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সংযুক্তি ঘটে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এর ফলে 1993 সালের পর থেকে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 19টি। এর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীকে ধরলে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় 27টি। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ বলতে মূলত স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী বাদে 19টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই বোঝানো হয়।

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সপক্ষে যেমন যুক্তি দেখানো হয় তেমনি জাতীয়করণের বিপক্ষেও বহু যুক্তি দেখানো হয়।

ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তিগুলি হল ঃ

(১) **সরকারের হাতে আর্থিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি (Increase Financial Resources at the Hand of the Government) ঃ** ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন। এই বিশাল আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা উচিত, কারণ ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ জাতীয়করণের ফলে সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্পদ আসে।

(২) **অর্থনীতিতে একচেটিয়া ক্ষমতার সম্প্রসারণ রোধ (Prevention of the Expansion of Monopoly Power of the Economy) ঃ** দেশের ব্যাঙ্ক মালিকদের সঙ্গে ঋণগ্রহণকারীদের যোগসাজসে একচেটিয়া মালিকানা ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে জাতীয় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার যে অকাম্য কেন্দ্রীভবন ঘটছিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, আর্থিক ক্ষমতার অকাম্য কেন্দ্রীভবন ভারতীয় শিল্পের সুস্থ ও কল্যাণমূলক সম্প্রসারণের পক্ষে এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে বাধা সৃষ্টি করছিল সেটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

(৩) **কর ফাঁকি রোধ (Prevention of Tax Evasion) ঃ** ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ করা সম্ভব। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিছু ব্যক্তি স্বনামে বা বেনামে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, বিভিন্ন স্থানে অর্থ জমা রেখে কালো টাকা সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আইনের মাধ্যমে এটি বন্ধ করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

(৪) শেয়ার বাজারে ও দ্রব্যের বাজারে ফাটকা কারবার রোধ (Prevention of Speculative Activities in the Share Market and Commodity Market) : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে বাজারে অকাম্য ফাটকা কারবার বন্ধ করা সম্ভব। ফাটকা কারবারীরা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে অনেক সময় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন করে। ব্যাঙ্কও এই ঋণ দিতে আগ্রহী থাকে বেশি হারে সুদ পাওয়ার আশায়। একমাত্র জাতীয়করণের মাধ্যমে এই অকাম্য পদ্ধতি বন্ধ করা সম্ভব।

(৫) ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দূর হয় (Removal of Bank Failure) : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যুক্তি হল জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ার বা ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়। এর ফলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়, জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থের লেনদেনের অভ্যাস বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক সুদৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি বাস্তবায়িত করা সহজ হয় (Easy to Implement the Monetary Policy of the Reserve Bank) : দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে তার আর্থিক নীতি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সমস্ত কার্যক্রম বা আর্থিক নীতি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অকাম্য স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাধা দেয় সেই সমস্ত কার্যক্রম বা নীতি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বহু ক্ষেত্রেই ঠিকমতো পালন করে না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি বাস্তবায়িত করার কাজ সহজ করা সম্ভব।

(৭) ঋণ বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব দূর হয় (Removal of Disparity of Credit Distribution) : বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণদানের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করে নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত ঋণগ্রহণকারীদের প্রাধান্য দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক মালিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থপরতাই কাজ করে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে এই ধরনের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব দূর করে প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে ঋণের বণ্টন সম্ভব হয়।

(৮) সামাজিক দায়িত্ব পালন (Implementation of Social Responsibility) : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ অন্যান্য কাজে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের যে সামাজিক দায়িত্ব আছে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তা পালন করতে চায় না। তাই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্যও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রয়োজন।

(৯) অর্থনীতির দুর্বলতর শ্রেণীকে সাহায্য প্রদান (Help to the Weaker Section of the Economy) : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর সঞ্চয় সংগ্রহ করে দেশের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাহায্যের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

(১০) অকাম্য প্রতিযোগিতা বন্ধ (Stop Undesirable Competition) : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক পরিচালনায় গুণগত উন্নতির ফলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে অকাম্য প্রতিযোগিতা বন্ধ হয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি দেখানো হলেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে বহু যুক্তি দেখানো হয়। **ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :**

(১) সমাজের দিক দিয়ে উপযোগী বেসরকারি শিল্প প্রয়াস নষ্ট হবে (Destroy Private Initiative on Industry From Social Point of View) : বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন, ঋণপ্রদানে নিরাপত্তা, ঋণের টাকা আদায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করে ব্যাঙ্কগুলি পরিচালনা করে। ফলে বেসরকারি শিল্প প্রয়াসে এই সমস্ত বেসরকারি ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে বেসরকারি শিল্প প্রয়াস প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং সুবিধার অভাবের দরুন ব্যাহত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

(২) ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন (Change in the Attitude of Bank Employee) : ব্যাঙ্কের পরিষেবা দেশের জনসাধারণ কতটা দক্ষতার সঙ্গে পেতে পারে সেটি নির্ভর করে প্রশাসনিক তৎপরতার উপর। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা আসার ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাসের জন্য উন্নততর ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যাহত হবে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে।

Scanned with CamScanner

(৩) **পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ (Discriminatary Behaviour) ঃ** ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারতীয় মালিকানার বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করা হলেও ভারতে অবস্থিত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণের নীতি থেকে বাইরে রাখা হয়। অনেকের মতে এটি একধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ।

(৪) **সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা (Failure in Government Sector) ঃ** ভারতের সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যয়, দক্ষতাহীনতা, আমলাতান্ত্রিকতা, পরিচালনগত অযোগ্যতা এত বেশি যে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে এর আওতায় না আনাই উচিত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ পানানডিকার (V. A. Pai Panandikar)-এর বক্তব্য হল ঃ মিশ্র অর্থনীতি এবং সরকারি মালিকানায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা একই সঙ্গে চলতে পারে না। তাঁর মতে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে বহু অকাম্য অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও আর্থিক ফলাফল সৃষ্টি হবে। দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত লেনদেনের সম্পর্ক ছিল তা ব্যাহত হলে তার বিরূপ মানসিক প্রভাবে অর্থনৈতিক ফলাফল খারাপ হবে। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি রাজনৈতিক চাপে প্রভাবিত হয়ে বাণিজ্যিক মানদণ্ডের পরিবর্তে রাজনৈতিক মানদণ্ড ব্যাঙ্ক পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করার ফলে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি বাঁধাধরা নিয়মের কবলে পড়ে ঋণের লেনদেনে স্বাভাবিক গতি রোধ হবে। সরকারের কাছে হিসাব-নিকাশ পাঠানোর ভয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহণের ফলে সমস্ত রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পাবে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ক্ষতিকারক আর্থিক প্রভাব হল বিশাল পরিমাণে বেসরকারি ব্যাঙ্ক মালিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যয়ভার। এই সমস্ত কারণের জন্য পানানডিকার মন্তব্য করেছেন, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজকর্মের পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ ও ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মতো নমনীয়তা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষেই সম্ভব।

উপসংহারে বলা হয়, ভারত সরকারের 1991 সালের অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। ভারতে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মূলধনের বাজারে শেয়ার বিক্রয় করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সরকারি মালিকানায় 26 শতাংশ বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং এটিকে 33 শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। এছাড়া 2003-2004 সালের বাজেটে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে 74 শতাংশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, উপার্জন ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ব্যাঙ্কগুলিকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে কাজ সম্পাদন করতে দেওয়া প্রয়োজন বলে বেসরকারিকরণের পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

▲ **১৫.৬.১.৩. ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্য (Objectives of Commercial Bank Nationalisation in India) ঃ** ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 1955 সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হলেও সামগ্রিকভাবে ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় 1969 সালের জুলাই মাসে 14টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে 1980 সালের জুলাই মাসে আরও 6টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে ঐ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 20। পরবর্তীকালে 1993 সালে রাষ্ট্রায়ত্ত নিউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার সংযুক্তি ঘটে রাষ্ট্রায়ত্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এর ফলে 1993 সালের পর রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় 19টি। এর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীকে ধরলে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় 27টি। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বলতে মূলত স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠী বাদে 19টি ব্যাঙ্ককেই বোঝায়।

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি হল ঃ

(১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা।

(২) ঋণদানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষপাতমূলক আচরণ দূর করা।

(৩) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, রপ্তানি বাণিজ্যে উপযুক্ত ঋণ সরবরাহ করা।

Scanned with CamScanner

(৪) ব্যাঙ্ক পরিচালনায় পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন।

(৫) নতুন শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান।

(৬) ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও চাকুরির শর্তাবলীর উন্নতি ঘটানো।

(৭) গ্রামাঞ্চলে ও আধাশহর অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

(৮) আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি।

(৯) পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের জন্য ব্যাঙ্কের সম্পদ ব্যবহার।

এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়।

▲ ১৫.৬.১.৪. ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলাফল—রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজের মূল্যায়ন : ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যের সফলতা (Effects of Bank Nationalisation in India—Evaluation of the Working of Nationalised Banks in India : Fulfilment of the Nationalisation Objective of the Commercial Bank in India) : ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলাফল পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্যগুলি কতদূর সফল হয়েছে। জাতীয়করণের পর ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কিরূপ উন্নতি করেছে তার মূল্যায়নের জন্য প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সাফল্যের দিক বিচার করা হল।

(১) কাঠামোগত দিক থেকে শক্তি ও সংহতি অর্জন (Acquire Strength and Integrity from the Structural Point of View) : জাতীয়করণের পর ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কাঠামোর দিক থেকে উল্লেখযোগ্য শক্তি ও সংহতি অর্জন করেছে। জাতীয়করণের পূর্বে প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিজস্ব পৃথক পৃথক স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কাজকর্ম পরিচালনা করতো। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশের উপযোগী ব্যাঙ্কিং নীতিগুলি কার্যকর করতে খুবই অসুবিধা হতো। জাতীয়করণের পর এই বাধা দূর হয়ে কাঠামোগত দিক থেকে শক্তি ও সংহতি অর্জন করেছে।

(২) ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার (Branch Expansion of the Bank) : বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের পর এবং বিশেষ করে আঞ্চলিক নেতৃ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Lead Bank Scheme) গ্রহণের পর থেকে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তারের পথে গতিশীলতা দেখা দিয়েছে। দেশের অনুন্নত ও অবহেলিত অঞ্চলে অসংখ্য শাখা বিস্তারের মাধ্যমে দরিদ্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তির কাছে ব্যাঙ্ক পৌঁছাতে পেরেছে। তাই দেখা যায় 1969 সালে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল 8,262। জাতীয়করণের পর ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে 2009 সালে 80,769টি হয়। 2010 সালে এই সংখ্যা হয় 85,933। 2011 সালে এই সংখ্যা হয় 90,830। 2014 সালের জুন মাসে এই সংখ্যা হয় 99777। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা হয় 42,907টি যেটি মোট শাখা অফিসের 41·9 শতাংশ। এই তথ্য প্রমাণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসারে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে।

(৩) আমানত বৃদ্ধি (Increasing Deposit) : জাতীয়করণের পর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ে নানা ধরনের উৎসাহ দেওয়ার ফলে দেশের অনগ্রসর অঞ্চলেও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কিং অভ্যাস গড়ে ওঠায় ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1969 সালের ডিসেম্বর মাসে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 4,822 কোটি টাকা। এই আমানতের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 2011-12 সালে 59,09,082 কোটি টাকা এবং 2012-13 সালে 67,50,454 কোটি টাকা হয়।

(৪) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের সম্প্রসারণ (Expansion of Credit of the Priority Sectors) : অর্থনীতির যে সমস্ত ক্ষেত্র আর্থিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে অথচ ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন অর্থনৈতিক স্বার্থেই প্রয়োজন সেই সমস্ত ক্ষেত্রের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রকেই বলা হয় **অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র**। ভারতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলি হল কৃষি, ছোট ব্যবসা, যানবাহন পরিচালনা, ক্ষুদ্র শিল্প, রপ্তানি, স্বনিয়োজিত পেশা ইত্যাদি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন 1969 সালের জুন মাসে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের অংশ হল মোট ঋণের 14·6 শতাংশ। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের অংশ

হল 1·7 শতাংশে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অংশে হল 8·3 শতাংশে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে 2009 সালের মার্চ মাসে 42·76 শতাংশ হয়। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের অংশ হয় 17·68 শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ হয় 4·8 শতাংশে। কিন্তু 2014 সালের মার্চ মাসে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের অংশ হয় 39 শতাংশে। এর মধ্যে কৃষিক্ষেত্রের অংশ হয় 17·1 শতাংশে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ হয় 4·3 শতাংশে। সুতরাং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কসমূহের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ঋণের প্রসার ঘটেছে কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প ছাড়াও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের পরিবহণের কাজে নিযুক্ত মালিক, খুচরা ব্যবসায়ী, ছোটো ব্যবসায়ী, স্বনিযুক্ত অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মালিকরাও ঋণ পাচ্ছে।

(৫) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ খর্ব (Stop Undesirable Control of Few Persons on the Banking System) ঃ জাতীয়করণের পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে। জাতীয়করণের পর পরিচালকমণ্ডলী পুনর্গঠন দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খর্ব করে কয়েকজন ব্যক্তির অশুভ প্রভাবের মুষ্টিক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে মুক্ত করা হয়।

(৬) অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার (Partner of Economic Development) ঃ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চিরাচরিত নীতি বদল করে নিজেদের উন্নয়নের অংশ হিসাবে ভাবতে শিখেছে। এই নতুন চেতনার বিকাশ ঘটেছে আঞ্চলিক সেতু ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত হয়েছে, গ্রাম ও আধা শহর অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন হয়েছে, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, ছোটো ছোটো ব্যবসায়ী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ও ঋণের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের বহু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। সেইজন্যই রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা করা হয়। **ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের যে সমস্ত ত্রুটি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ**

(১) অতিরিক্ত ঋণ ও নানা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ (Excess Credit and Other Undesirable Functions) ঃ বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয় বেকার সমস্যা ও রুগ্ন শিল্পের দরুন জর্জরিত সরকারের চাপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের প্রসার অবাধে ঘটাতে হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক তার টাকা ফেরত পায়নি। এছাড়া এখনো অনেক অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। ব্যাঙ্ক ডাইরেক্টরদের ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেওয়া হয়, বৃহদায়তন শিল্পের মালিকরা পুরানো ঋণ শোধ না করে ঋণ পাচ্ছে। এখনও ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবার চলছে।

(২) পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যাঙ্কের অর্থ পাওয়া যায়নি (Lack of Bank Money for Acquiring Money for Economic Development) ঃ ভারতের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা। কিন্তু পরিকল্পনার কাজে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্থ পাওয়া যায়নি। ব্যাঙ্কগুলি নিজস্ব মতে পুরানো পদ্ধতিতে ঋণ দেয়। ফলে সরকারি পরিকল্পনার কাজগুলি অর্থাভাবে সফল হয়নি, অপরদিকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ফলে বেশ কিছু অকাম্য বেসরকারি ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়ন ঘটেছে। সামগ্রিক বিচারে এর ফল কিন্তু অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

(৩) পরিচালনাগত ত্রুটি (Organisational Defects) ঃ জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্ক পরিচালনায় নানা ত্রুটি দেখা দেয়। জাতীয়করণের ফলে আমলাতান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয় দীর্ঘসূত্রিতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছা সমস্ত ত্রুটিই দেখা দিয়েছে। পরিচালক নিয়োগ ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্য রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্কের পরিচালক ও কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু জাতীয়করণের পরেও পরিবর্তন হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রের শিল্পপতিদের অশুভ প্রভাব থেকে পরিচালক ও কর্মচারীরা মুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই দেখা যায় ঋণদানের ব্যাপারে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তার দৈনন্দিন কাজে তার খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।

(৪) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের অকাম্য সম্প্রসারণ (Undesirable Expansion of Bank Credit in Priority Sector) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে কৃষি সহ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণের প্রসার ঘটেছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। শুধু তাই নয় কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দিয়েছে তার বেশিরভাগই পেয়েছে ধনী চাষীরা ফলে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক

চাষীরা এখনও বহু অঞ্চলেই মহাজনী ঋণের উপর নির্ভর করে। তাই দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু গ্রামাঞ্চলে নানাধরনের বৈষম্য ও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ অর্থ অনেক সময় অকৃষক জমির মালিকের হাতে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্ক বহুক্ষেত্রেই তার অর্থ ফেরৎ পায়নি।

(৫) অন্তঃরাজ্য বৈষম্য (Inter State Disparity) ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তারের কার্যক্রমে সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও শাখা বিস্তারের ক্ষেত্রে আছে অন্তঃরাজ্য বৈষম্য। শাখা বিস্তারের কার্যক্রমে দেখা যায় শাখা বিস্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শাখা বিস্তার করা হয়েছে। তাই এমন অনেক স্থানে শাখা স্থাপন করা হয়েছে যেগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রথম থেকেই অকাম্য! এই ধরনের শাখা বিস্তারের ফলে ব্যাঙ্কের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। শুধু শাখা স্থাপনই নয় রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রেও অন্তঃরাজ্যগত বৈষম্য এখনও প্রকট। যেমন 2014 সালে (মার্চ মাসে) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণ বণ্টনে দেখা যায় যখন উত্তরাখণ্ডে এই হার 91 শতাংশ, তখন পশ্চিমবঙ্গে এই হার 34 শতাংশ।

(৬) আমানত সংগ্রহের পরিমাণে সাফল্য কম (Achievement on Deposit Mobilisation is Low) ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি কিন্তু খুব বেশি নয়, কারণ বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিও এই সময়ে তাদের আমানতের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি গ্রাম ও আধা শহর অঞ্চলে শাখা স্থাপন করলেও ঐ সমস্ত অঞ্চলে আমানত সংগ্রহে তেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

(৭) অনুৎপাদক সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি (Increasing Non-performing Assets) ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সুবিধাজনক সুদের হারে উদার হস্তে ঋণদানের ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে এবং অনুৎপাদক সম্পত্তি (Nonperforming Assets)-র পরিমাণ সংকটের রূপ নিয়েছে।

সুতরাং ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা বলা যায় না। তাই বর্তমানকালে বিশেষ করে 1991 সালে ভারত সরকারের নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের সময় থেকে সরকারি ক্ষেত্রের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজের উন্নতির জন্য বেসরকারিকরণের জোরালো দাবি ওঠে। এই পরিস্থিতিতে 1991 সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ শুরু হয়ে গেছে। ভারতের ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের প্রথম ধাপ হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মূলধনের বাজারে শেয়ার বিক্রয় করছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, উপার্জন ও মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে কাজ সম্পাদন করতে দেওয়া প্রয়োজন বলে বেসরকারিকরণের পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে।

● **১৫.৬.২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা (Role of Reserve Bank of India) ঃ** দেশের আর্থিক

Scanned with CamScan